দীর্ঘ বিরতির পর মেহেরপুরে নতুন করে ৩ জন করোনায় আক্রান্ত

দীর্ঘদিন পর মেহেরপুরে তিন জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। বেশ কিছু দিনের বিরতির পর আবারও মেহেরপুর জেলায় দেখা দিয়েছে করোনা ভাইরাস। যার ফলে মেহেরপুর শহরে নতুন করে একই পরিবারের ৩ জন আক্রান্তের খোঁজ মিলেছে।

জানা গিয়েছে, সম্প্রতি করোনা ভাইরাস সন্দেহে সোয়াব পরীক্ষার জন্য যে নমুনা পাঠানো হয়েছিল। সেই পরীক্ষার ফলে জানা গিয়েছে জেলায় ৩ জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়।

রবিবার রাতে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের সূত্রে জানা গিয়েছে, আক্রান্ত ৩ জনই সদর উপজেলার বাসিন্দা। এ নিয়ে জেলায় বর্তমানে ৩ জন করোনায় আক্রান্ত রোগী রয়েছে।

এছাড়াও জেলায় এ পর্যন্ত সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ৬৮৯ জন বাড়ি ফিরেছে। এবং মৃত্যুবরণ করেছেন ১৭ জন। নতুন করে করোনায় কোনও মৃত্যুর ঘটনা ঘটেনি।

ভিন্নসূত্রে পাওয়া পজিটিভদের পরিচয় মেহেরপুর শহরের, বাসস্ট্যন্ড পাড়ার নওশিন(১৩), মহিদুল হক(৪২), সোনিয়া(৩৬)।

সবাই সামাজিক দূরত্ব মেনে, নিয়মিত সাবান- পানি দিয়ে হাত ধোবার অভ্যাস বজায় রাখা সহ মাস্ক ব্যাবহার, জন সমাগম এড়িয়ে এবং হাঁচি-কাশির শিষ্ঠাচার মেনে চলা ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহবান জানিয়েছেন সিভিল সার্জন।

‘গরিবের অ্যাম্বুলেন্স’ বানিয়ে কমনওয়েলথ পুরস্কার পেলেন বাংলাদেশি তরুণ

‘গরিবের অ্যাম্বুলিন্স’খ্যাত তিন চাকার বাহন বানিয়ে এ বছর কমনওয়েলথ পুরস্কার পেলেন বাংলাদেশি তরুণ ফয়সাল ইসলাম (২৪)।

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবায় বিশেষ অবদানের জন্য এ বছর কমনওয়েলথ ইয়ং পারসন অব দি ইয়ার নির্বাচিত হয়েছেন এ বাংলাদেশি তরুণ। গত বুধবার এ পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। খবর আরব নিউজের।

পুরস্কার হিসেবে তাকে দেওয়া হচ্ছে— সম্মাননা ক্রেস্টসহ সাত হাজার মার্কিন ডলার। তার সেফহুইল নামে প্রকল্পের জন্য এ পুরস্কার পান।

২০১৬ সালে ফয়সালের এক চাচা অ্যাম্বুলেন্স না পেয়ে বিনাচিকিৎসায় মারা যান। এর পর থেকে তার দুই বন্ধু রফিকুল ইসলাম (২৬) ও আনাস মল্লিককে (২৫) নিয়ে শুরু করেন তিন চাকার এই কম দামের অ্যাম্বুলেন্স প্রকল্প।

২০১৯ সালে প্রথম তাদের এ সেবামূলক প্রকল্প সেফহুইল চালু হয়। এটি মূলত একটি তিন চাকার অটোরিকশাকে বিশেষভাবে তৈরি করা অ্যাম্বুলেন্স। গ্রামীণ সড়কে সহজে চলাচল করতে সক্ষম এ বাহনে খরচও অনেক কম পড়ে।

গত বছর করোনার প্রাদুর্ভাবের কারণে বন্ধ রাখার পর গত মাস থেকে আবারও চালু হয়েছে সেফহুইলের সেবা।

২০১৯ সালে নওগাঁয় ১০টি অ্যাম্বুলেন্স দিয়ে পাইলট প্রকল্প চালু হয়। এ সময় এক হাজার গ্রামবাসীকে এ সেবা দেওয়া হয়।

এতে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায়। এ কারণে সারা দেশে বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে এ সেবা পৌঁছে দিতে এ প্রকল্প নিয়ে এগিয়ে যান তিন তরুণ। বর্তমানে ফেনীর শতইধক গ্রামে এ সেবা চালু আছে।

মডেল স্বর্ণা পরেন ৪ লাখ টাকার ঘড়ি !

ব্ল্যাকমেইল করে কামরুল হাসান (৪৫) নামে এক সৌদি প্রবাসী ব্যবসায়ীকে বিয়ে করার পর থেকেই পালটে যেতে থাকে মডেল ও অভিনেত্রী রোমানা ইসলাম স্বর্ণার (৪১) জীবনযাপন। চলাফেরায় আসে চাকচিক্য। শুরু হয় বিলাসী জীবন। আর এসব হয় কামরুলের থেকে হাতিয়ে নেওয়া টাকা দিয়ে।

বিয়ের আগে ও পরে ওই প্রবাসীর কাছ থেকে মডেল রোমানা হাতিয়ে নেন প্রায় দুই কোটি টাকা।

ফ্ল্যাট ও গাড়ি ক্রয় এবং ব্যবসার কথা বলে দফায় দফায় নেওয়া অর্থ আত্মসাৎ শেষে ওই প্রবাসীকে তালাক দেন এই অভিনেত্রী।

রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক শীর্ষ পর্যায়ের ব্যক্তিদের সঙ্গে ‘ভালো যোগাযোগ’-এর ক্ষমতা দেখিয়ে হুমকি দেন কামরুল হাসানকে। সর্বশেষ আইনের দ্বারস্থ হলে গ্রেফতার হন রোমানা। এরপর থেকে তার বিরুদ্ধে এমন অসংখ্য অভিযোগ আসা শুরু হয়েছে পুলিশের কাছে।

এ ঘটনায় দায়ের মামলার তদন্তসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও ভুক্তভোগীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে এসব তথ্য।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, কামরুলের টাকায় কেনা গাড়ি দেখতে তাকে একদিন বাসায় ডাকেন রোমানা।

এরপর ব্ল্যাকমেইল করে নাশতার সঙ্গে চেতনানাশক মিশিয়ে উলঙ্গ ও অর্ধ-উলঙ্গ ছবি তুলে ব্ল্যাকমেইল করে ছবি তোলে রোমানা ও তার পরিবারের সদস্যরা।

ধর্ষণ মামলার হুমকি ও সামাজিক মর্যাদা নষ্টের ভয় দেখিয়ে বিয়ে করতে বাধ্য করা হয় প্রবাসী কামরুলকে। স্ট্যাম্পে নেওয়া হয় স্বাক্ষর। নিকাহনামায় নিজেকে বিধবা হিসাবে উল্লেখ করে রোমানা।

ভুক্তভোগী কামরুল জানান, বিয়ের পর তার জীবনটা বিষিয়ে ওঠে। ১০

লাখ টাকা দেনমোহরের পাশাপাশি নেওয়া হয় ৩৩ ভরি স্বর্ণ। এরপর তার চাহিদা বাড়তেই থাকে। কেনেন চার লাখ টাকা মূল্যের একটি ঘড়ি, দুটি নতুন মডেলের আইফোনসহ বিভিন্ন পণ্য।

তিনি আরও জানান, ২০১৯ সালের মার্চে বিয়ে করেন তারা। বিয়ের পর কামরুল সৌদি আরব চলে যান। সম্প্রতি তিনি দেশে আসেন। স্বর্ণাকে ফোন করলে সে রিসিভ করছিল না।

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি রাত ১২টার দিকে স্বর্ণার বাসায় যান তিনি। তখন সে বাসায় ফেরেনি। রাত ২টা ৪০ মিনিটে বাসায় ফিরলে স্বর্ণা জানিয়ে দেয়, তাকে অনেক আগেই সে তালাক দিয়েছে। এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে হত্যার হুমকি দেওয়া হয় তাকে।

এর আগে রোমানার আরও দুটি বিয়ে হয়েছে বলে জানান কামরুল।

এ ঘটনায় বৃহস্পতিবার স্বর্ণার বিরুদ্ধে কামরুল মোহাম্মদপুর থানায় মামলা করেন। সন্ধ্যায় লালমাটিয়া ডি-ব্লক-এর একটি বাসা থেকে স্বণাকে গ্রেফতার করা হয়।

মাদ্রাসায় মারধরের শিকার শিশুটির লেখাপড়া যেন বন্ধ না হয়: হাইকোর্ট

চট্টগ্রামের হাটহাজারীর একটি মাদ্রাসায় আট বছর বয়সী এক ছাত্রকে বেধড়ক পেটানোর ঘটনায় মাদ্রাসাশিক্ষক মাওলানা মো. ইয়াহিয়ার বিরুদ্ধে নেওয়া পদক্ষেপবিষয়ক শুনানিতে হাইকোর্ট বলেছেন, ওই শিশুর লেখাপড়া যেন বন্ধ না হয়।

রোববার মারধরকারী ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে গৃহীত পদক্ষেপ বিচারপতি এফ আর এম নাজমুল আহাসান ও বিচারপতি শাহেদ নূরউদ্দিনের সমন্বয়ে গঠিত ভার্চ্যুয়াল হাইকোর্ট বেঞ্চে তুলে ধরে রাষ্ট্রপক্ষ। শুনানিকালে আদালত বলেন, মারধরের শিকার শিশুটির লেখাপড়া ভয়ভীতির কারণে বন্ধ হয়ে না যায়, এটি যেন তারা খেয়াল রাখে।

হাইকোর্ট আরও বলেন, মাদ্রাসায় নির্যাতন, বিভিন্ন মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন, এমনকি যৌন নির্যাতনের ঘটনাও ঘটতে দেখা যায়। এ বিষয়ে অনেক আগে থেকে আদালতের নির্দেশনা আছে। নির্দেশনাগুলো সব জায়গায় যাতে কার্যকর হয়। কমিটি গঠনসহ আদালতের নির্দেশনার যথাযথ বাস্তবায়নে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ যাতে সচেষ্ট থাকে।

ওই ঘটনা নিয়ে গণমাধ্যমে আসা প্রতিবেদন ১১ মার্চ আদালতে তুলে ধরেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল আবদুল্লাহ আল মাহমুদ বাশার। সেদিন শুনানি নিয়ে হাইকোর্টের একই বেঞ্চ ওই ঘটনায় নেওয়া পদক্ষেপ রোববারের মধ্যে রাষ্ট্রপক্ষকে জানাতে মৌখিক আদেশ দেন। জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের সঙ্গে কথা বলে পদক্ষেপসংক্রান্ত তথ্য জানাতে বলা হয়। তার ধারাবাহিকতায় আজ রাষ্ট্রপক্ষে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল আবদুল্লাহ আল মাহমুদ বাশার পদক্ষেপসংক্রান্ত প্রতিবেদন তুলে ধরেন।

শুনানিতে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, ইতোমধ্যে মাদ্রাসাশিক্ষক মাওলানা মো. ইয়াহিয়াকে নিম্ন আদালতে হাজির করা হয়েছে। আদালতের নির্দেশ অনুসারে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। এ ছাড়া অভিযুক্ত শিক্ষককে প্রতিষ্ঠান থেকে স্থায়ীভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। নির্যাতিত শিশু শিক্ষার্থীকে থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

শিশুটির বাসায় তিনজন পুলিশ মোতায়েন করে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা দেওয়ার কথা জানিয়ে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, প্রথমে শিশুটির মা-বাবা মামলা করতে চাননি বলে পর্যবেক্ষণ এসেছে। আবদুল্লাহ আল মাহমুদ বাশার বলেন, কওমি মাদ্রাসা আবাসিক। আদালত বলেন, তাদের নিয়ম অনুযায়ী চলে। যেহেতু মামলা হয়ে গেছে, আইন অনুসারে মামলা চলবে।

প্রসঙ্গত, হেফজ বিভাগের শিশুটির জন্মদিন উপলক্ষে তাকে দেখতে ৯ মার্চ বিকালে মা-বাবা মাদ্রাসায় আসেন। তারা চলে যাওয়ার পরপরই শিশুটি মাদ্রাসা থেকে বাইরে বের হয়। তখন শিশুটিকে ধরে মাদ্রাসার ভেতরে নিয়ে মারধর করেন শিক্ষক ইয়াহিয়া। ৩৩ সেকেন্ডের ভিডিওতে দেখা যায়, শিক্ষক ইয়াহিয়া শিশুটিকে ঘাড় ধরে মাদ্রাসার ভেতরে নিয়ে যান। পরে তিনি শিশুটিকে বেধড়ক মারধর করেন।

ভাইরাল সেই ভিডিও নিয়ে যা বললেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হকের করোনার টিকা নেওয়ার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে৷

ভিডিওটি নিয়ে দিনভর বিতর্কে মেতেছিলেন নেটিজেনরা।

অনেকের ধারণা, মন্ত্রী করোনার টিকা নেওয়ার পোজ দিয়েছেন শুধু। অনেকের বক্তব্য, ভাইরাল সেই ভিডিওটি তার টিকা নেওয়ার পরের দৃশ্য।

পরে দেশিয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গণমাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট করেন মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল

তিনি জানান, দুটো বক্তব্যই সত্য। অর্থাৎ তিনি টিকা নিয়েছেন আবার আলাদাভাবে টিকা নেওয়ার পোজও দিয়েছেন। আর দ্বিতীয় কাজটি করেছেন গণমাধ্যম কর্মীদের অনুরোধে।

ঘটনার ব্যাখ্যায় মন্ত্রী বলেন, আমি ১৭ ফেব্রুয়ারি সচিবালয়ের ক্লিনিকে টিকা নিয়েছি৷ সেখানে সাংবাদিকরাও ছিলেন৷ তারা অনেকেই ছবি ও ভিডিও নিয়েছেন৷ তারা আমাকে টিকা নিতে দেখেছেন৷ আর টিকা নেয়ার প্রমাণপত্রও আমার কাছে আছে৷

টিকা নেওয়ার পোজ দেওয়ার বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, টিকা নেওয়ার সময় অনেক সাংবাদিক ছিলেন। কিন্তু পরে তাদের অনেকে বলেন তারা ছবি পাননি৷ তাদের অনুরোধে আমি আবার পোজ দিই৷

মন্ত্রীর বক্তব্যের সত্যতা নিশ্চিত করে কয়েকজন সাংবাদিক জানান, শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন বিটিভির কাছেই ছিল মন্ত্রী টিকা নেওয়ার ভিডিও ফুটেজ। তিনি টিকা নেওয়ার সময় আমাদের ক্যামেরা পার্সনরা উপস্থিত ছিলেন না। এদিকে মন্ত্রী টিকা নিয়ে উঠে পড়েন৷ তাই আমাদের অনুরোধে তিনি আবার বসে পোজ দেন৷ তার সেই ভিডিওফুটেজ নিয়ে ফেসবুকে কেউ কেউ বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে।

সচিবালায় ক্লিনিকের দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডা. মোহাম্মদ ইলিয়াস চৌধুরী বলেন,‘মন্ত্রী টিকা নিয়েছেন৷ তার দ্বিতীয় ডোজ নেয়ারও সময় চলে এসেছে৷’

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হকের করোনার টিকা নেওয়ার ভিডিওফুটেজ-

খিলক্ষেতের লেকসিটিতে আগুন

খিলক্ষেতের লেকসিটি কনকর্ডে একটি আবাসিক ভবনে আগুন লেগেছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিস।

রোববার ১২টা ২৫ মিনিটে ১৫ তলা ভবনের ১৩ তলায় আগুন লাগে। আগুন লাগার কারণ এখনও জানা যায়নি।

ফায়ার সার্ভিস নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ডিউটি অফিসার নাজমা আক্তার যুগান্তরকে জানান, বহুতল আবাসিক ভবনে আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে তিনটি ইউনিট পাঠানো হয়েছে। ভবনের ডার্কলাইন থেকে আগুনে ধোঁয়া বের হচ্ছে। আগুন এখনও নিয়ন্ত্রেণ আসেনি।

কীভাবে আগুনে সূত্রপাত হয়েছে সে বিষয়ে এখনও কিছু জানা যায়নি বলে তিনি জানান।

ভোলায় স্কুল ভবনের সেপটিক ট্যাংকে নেমে ৩ শ্রমিকের

মৃত্যু

ভোলার তজুমদ্দিনের দক্ষিণ-পশ্চিম চাচড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নির্মাণাধীন ভবনের সেপটিক টাংকে নেমে তিন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় একজন নিখোঁজ রয়েছেন।

রোববার বেলা ১১টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শ্রমিকরা নির্মাণাধীন ভবনের সেপটিক টাংকে নামেন সেন্টারিংয়ের খুঁটি খুলতে। পরে ভেতর থেকে তিনজনের লাশ উদ্ধার করা হয়। এখনও একজন নিখোঁজ রয়েছেন।

খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসকর্মীরা উদ্ধারকাজ চালাচ্ছেন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) পল্লব কুমার হাজরা ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, গ্যাসের কারণে তাদের মৃত্যু হতে পারে। বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে।

তজুমদ্দিন থানার ওসি জিয়াউল হক যুগান্তরকে জানান, খবর পেয়ে তারা দ্রুত উদ্ধারকাজ শুরু করেন। তিনজনকে হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

মেহেরপুরের আলোচিত শিল্পপতি হাবিব গ্রেফতার

মেহেরপুরের বহুল আলোচিত ও সমালোচিত হাবিবুর রহমান হাবিব (৪৮) অবশেষে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছে।

শনিবার দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রাম থেকে সদর থানা পুলিশের একটি দল তাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়।
হাবিবুর রহমান হাবিব পিরোজপুর গ্রামে মৃত আজিম উদ্দিনের ছেলে।

কখনো শিল্পপতি, কখনো রাজনৈতিক নেতা আবার কখনো নির্বাচনে

অংশগ্রহণ করতে গিয়ে এলাকার মানুষের সামনে আসার চেষ্টা করেন এই হাবিব।

ঢাকার একটি আদালতে প্রতারণার তিনটি মামলায় তিন বছরের উপরে তার সাজা রয়েছে বলে জানায় পুলিশ।

গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করে মেহেরপুর সদর থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাহা দারা খান বলেন, ঢাকার আদালতে সাজা পরোয়ানা তামিল করতেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শনিবার বিকেলে তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

জানা গেছে, প্রতারণার অভিযোগে ঢাকার আদালতে হাবিবের বিরুদ্ধে মামলা করে কয়েকজন। যার ধারা ৪২০ ও ৪০৬। মামলাগুলোতে বিজ্ঞ আদালত ১ বছরের বেশি করে সাজার আদেশ দেন হাবিবের বিরুদ্ধে।

সাজা মাথায় নিয়ে আত্মগোপনে ছিলেন হাবিব। তবে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তারের জন্য বিভিন্নভাবে চেষ্টা করছিল। শেষ পর্যন্ত আমঝুপি গ্রাম থেকে তাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় সদর থানা পুলিশ।

বিচারপতি ড. রাধা বিনোদ পাল সম্পর্কে জানানোর ব্যবস্থা করতে হবে: ব্যারিস্টার সুমন

বিচারপতি ড. রাধা বিনোদ পাল সম্পর্কে অনেকেই জানে না। তার সম্পর্কে বেশি বেশি করে জানানোর ব্যবস্থা করতে হবে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির আইন বিষয়ক সম্পাদক ও সুপ্রিম কোর্টের আলোচিত আইনজীবী ও যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালের সাবেক প্রসিকিউটর ব্যারিস্টার সৈয়দ সায়েদুল হক সুমন।
তিনি বলেন, একজন বাঙালি আইনবিদ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ছিলেন। তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দূরপ্রাচ্যে সংঘটিত যুদ্ধাপরাধের বিচারার্থে স্থাপিত আন্তর্জাতিক সামরিক আদালতের বিচারক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি গতকাল শুক্রবার বিকেলে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার সদরপুর ইউনিয়নের অখ্যাত গ্রাম কাকিলাদহের জর্জ পাড়া এলাকায় বিচারপতির সেই পুকুর সংলগ্ন পরিদর্শণকালে তিনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ফেসবুকে লাইভে একথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, “জাপান-বন্ধু ভারতীয়” বলে খ্যাতি রয়েছে তার। জাপানের ইতিহাসে রাধা বিনোদের নাম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়। জাপানের টোকিও শহরে তার নামে জাদুঘর, সড়ক ও স্ট্যাচু রয়েছে। জাপান বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি রিসার্চ সেন্টার রয়েছে। তিনি আইন সম্পর্কিত বহু গ্রন্থের রচয়িতা।অথচ আমরা বাঙালীরা অনেকেই তার সম্পর্কে অবগত নই। আমাদের তাঁর সম্পর্কে আরও বেশিবেশি করে জানতে হবে।

তিনি ফেসবুক লাইভে আরও বলেন, ১৯২০ সালে আইন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ও ১৯২৫ সালে আইনে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯১৯-২০ সালে ময়মনসিংহের আনন্দমহন কলেজে অধ্যাপনা দিয়ে তিনি কর্ম জীবন শুর করেন। ১৯২৫-১৯৩০ এবং ১৯৩৬ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠাকুর আইনে অধ্যাপনা করেন। পরবর্তীতে কলকাতা হাইকের্টে আইন পেশায় যোগদান করেন। ১৯৪১-৪৩ সাল পর্যন্ত তিনি কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৯৪৩-৪৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বিশাল মাপের প্রতিভাবান ব্যাক্তিত্ব ড.রাধা বিনোদ পালের সুখ্যাতি শুধু পাক ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি তার বর্ণাঢ্য কর্মজীবনের শেষের দিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাল ১৯৪৬-৪৮ সাল পর্যন্ত জাপানের রাজধানী টোকিও মহানগরীতে জাপানকে যুদ্ধাপরাধী সাব্যস্ত করেও বিশেষ আন্তর্জাতিক আদালতের যে বিচার কাজ শুর করা হয় তিনি ছিলেন তার অন্যতম সদস্য। তিনি তার ১২০০ পৃষ্ঠার যৌক্তিক রায় দিয়ে জাপান কে যূদ্ধাপরাধ থেকে মুক্ত করেন। তার এ রায় বিশ্বনন্দিত ঐতিহাসিক রায়ের মর্যাদা পায়। এরপর তিনি জাপান বন্ধু ভারতীয় বলে খ্যাতি অর্জন করেন।

এসময় তিনি বিচারপতির নামে একটি স্কুল পরিদর্শন করেন স্থানীয়দের সাথে কথা বলেন। এসময় স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

মোদি আসছেন আমরা আনন্দিত, অমীমাংসিত বিষয় তুলতে চাই না

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আবদুল মোমেন বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির এবারের সফর হবে শুধুই উদযাপনের। দুই দেশের অমীমাংসিত বিষয়গুলো আমরা এবার তুলতে চাই না।

শুক্রবার রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে এক অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি একথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, নরেন্দ্র মোদি আসছেন- এতেই আমরা অনেক খুশি। শুধু উনি না, উনার দেখাদেখি আরও চারজন রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধান আসছেন। শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধান আসছেন। আমরা খুবই আনন্দিত, ইট শোজ দা হাইট অব ডিপ্লোম্যাটিক ম্যাচুরিটি অ্যান্ড এচিভমেন্ট।

এর আগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনে গত বছরের ১৭ মার্চ জাতীয় পর্যায়ে বড় আকারে অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল। ওই অনুষ্ঠানে নরেন্দ্র মোদির অংশ নেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু করোনার কারণে সব স্থগিত করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে চলতি মাসের ১৭ থেকে ২৬ মার্চ- টানা ১০ দিন জাতীয় পর্যায়ে বেশ কিছু অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে ২৬ মার্চ মোদির ঢাকা সফরে আসার কথা রয়েছে। পরদিন সাতক্ষীরার যশোরেশ্বরী মন্দির, গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধ ও কাশিয়ানীর ওড়াকান্দিতে মতুয়া সম্প্রদায়ের একটি মন্দিরে যাওয়ার কথা রয়েছে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর।

দীর্ঘদিন ঝুলে থাকা তিস্তা চুক্তির বিষয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সফরে কোনো আলোচনা হবে কি না- এক প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন বলেন, ওগুলো বাদ। আমরা যেটা চাই- সেটা হচ্ছে এই যে একটি আনন্দ উৎসব, আমাদের বড় উৎসবে সবাই

আসছেন, এতে আমরা আনন্দিত। দিস ইভেন্ট শুড নট বি অ্যান অকেশন ফর রিজলভিং…।

নরেন্দ্র মোদির এবারের সফরে কী কী কর্মসূচি থাকছে- সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে ড. মোমেন বলেন, মহামারির মধ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর প্রথম বিদেশ সফর হবে বাংলাদেশে। এই কোভিডের সময় তিনি আর কোথাও যাননি। তিনি যে শুধু ঢাকায় আসতেছেন তা নয়; আমাদের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও যাবেন। সাতক্ষীরা, গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া, ওড়াকান্দি যাবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী।

90
Shares
facebook sharing buttonmessenger sharing buttontwitter sharing buttonpinterest sharing buttonlinkedin sharing buttonprint sharing button